কণ্টক শয্যা

মাক্‌সুদা আখতার প্রিয়তী

কণ্টক শয্যা
মাক্‌সুদা আখতার প্রিয়তী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

Photographer: Michael Heyes
Hat Designer: Edwin Alcazar

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ২০০ টাকা

Kontak Shojja by Maksuda Akhter Prioty Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: March 2021
Cell: +88-01717217335, (bkash) +88-01641863570 Phone: 02-9668736
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95291-7-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার জীবনের দুই দেবদূত ও অসীম ধৈর্যের অধিকারী—
আবরাজ ও মৌনীরা-এর প্রতি

কৃতজ্ঞতা

'কণ্টক শয্যা' লেখা শুরু করেছি ২০২০-এ যখন আমরা করোনাকালীন সময়ে ঘরবন্দি, সঙ্গে আমার সন্তানেরাও ঘরবন্দি। এই সময়টা সব অভিভাবকদের জন্যই চ্যালেঞ্জিং ছিল, আমারও ব্যতিক্রম নয়, তবে আশ্চর্যজনকভাবে ঘরের সব কাজ সামলে আমি যখনই লিখতে বসেছি, আমার সন্তানেরা সেই পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। মাঝে এমন কদিন গিয়েছে যে গল্পের মধ্যে আমি এমন ভাবে ডুবে ছিলাম যে, বাচ্চাদের জন্য রান্নাও করিনি। কিন্তু বাচ্চারা কোনো অভিযোগ নিয়ে আসেনি, শুধু পাউরুটি টোস্ট করে খেয়ে ফেলেছে। আমার দশ বছরের ছেলে ডিম ভাজি করা শিখে ফেলেছে, সে নিজেও খেয়েছে, নিজের ছোট বোনকে খাবার তৈরি করে দিয়েছে। শতবার না করা স্বত্বেও আমার নয় বছরের ছোট্ট রাজকুমারী আমার জন্য চা, কফি বানিয়ে নিয়ে এসে খবর নিয়েছে আমার আরও কিছু লাগবে কিনা, যা কল্পনাতীত।

আমি এই বইটি লিখতে পেরেছি ও শেষ করতে পেরেছি শুধুমাত্র আমার দুই সন্তানদের সহযোগিতায়, তাদের ত্যাগে, তাদের ধৈর্য ও তাদের বোঝার ক্ষমতায় এবং তাদের ভালোবাসায়। তানা হলে এক সিঙ্গেল মায়ের প্রতিদিনের কর্তব্য থেকে বিরতি নিয়ে ঘরবন্দি থাকা অবস্থায় কোনোভাবেই লেখা সম্ভব ছিল না।

'কণ্টক শয্যা' সৃষ্টিতে আমি আমার সন্তানদের কাছে কৃতজ্ঞ।

দিন : ১

মোবাইলে রিং বাজছে, এক অপরিচিত নম্বর থেকে, নম্বরটা বাংলাদেশের। ভ্রু-কুঁচকে মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে ভাবছি কে হতে পারে? এখন বের হতে হবে এক ইভেন্টের উদ্দেশ্য, এমনিতেই হেয়ার স্টাইলিস্ট চুল বাঁধাতে দেরি করে ফেলেছে, মেজাজটা খিট খিট হয়ে আছে।

নম্বরটা বাংলাদেশের, ফোনটা ধরলেই কথা জড়িয়ে দেবে। টু দ্যা পয়েন্টে কথা বলতে অনেকেই জানে না। অপ্রয়োজনীয় আলাপ বেশি করে। এটা ভাবে না যে কিংবা ফোন ধরার পর জিজ্ঞেস করে না ফোনে আলাপন করার উপযুক্ত সময় কিনা কিংবা অপরপক্ষের যথেষ্ট সময় আছে কিনা, কথা বলতেই থাকে, বলতেই থাকে। আর আমি এ দিকে কথার মাঝে ফোন রাখার কথা বলতে পারি না, অভদ্রতা শোনাবে বলে।

দোটানার ভাবা-ভাবির মধ্যে ফোনটা ধরলাম।

"হ্যালো।"

"জি, আমি আশিক, আশিকুজ্জামান। বাংলাদেশের "প্রথম রশ্মি" পত্রিকা থেকে। আপনার হাতে কি দশ মিনিট সময় হবে? আপনার প্রকাশিত পোর্ট্রেটটি নিয়ে একটি রিপোর্ট করতে চাচ্ছিলাম।"

"ধন্যবাদ, আপনার পরিচয় দেবার জন্য। আমি আসলে বের হচ্ছি। আপনি কাল এ সময়েই ফোন দিতে পারবেন?"

"জি, অবশ্যই। ধন্যবাদ।"

ধন্যবাদ বলেই ফোনের লাইনটি কেটে দিল।

ফোনটা রাখতেই আমি অবাক হলাম, বাহ্! টু দ্যা পয়েন্ট, আই লাইক ইট।

সাংবাদিক আশিকুজ্জামান, প্রথম রশ্মির। নামটা পরিচিত।

ওহ হ্যাঁ, নামটা পরচিত। সাংবাদিক এবং লেখক। তাঁর লেখাগুলো প্রায়ই বিতর্কিত হয়। 'চটা আশিক' নামে তার বন্ধু সমাজে পরিচিত।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেন পত্রিকায়। তাঁর তীব্র, স্পষ্ট, প্রতিবাদী লেখার ধরন, ভাবাদর্শ দিয়ে অল্প বয়সেই সুশীল সমাজে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন, মানুষের মনের কথা লিখেন নির্ভয়ে। স্বভাবে খুব হেল্পফুল মানুষ, যেটাতে সহজেই মানুষের মন পেয়ে যায়। সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁর কোনো অলসতা থাকে না।

পত্রিকার কলামগুলোতে তাঁর লেখার এতই ধার যে, কেউ খণ্ডাতে গেলে নিজে সেই ধারে আঁচড় খেয়ে যায়। এভাবেই নামটা পরিচিত।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমি এই ভদ্রলোককে নিয়ে ভাবছি, মোবাইলটা কানে ধরে রেখেই। কী আশ্চর্য! পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে লোকটি আমার পুরো মনোযোগ নিতে সফল হয়েছে এবং আমি তাকে এখনও ভাবছি। লোকটির কণ্ঠ এখনও আমার কানে বাজছে। সুন্দর, স্পষ্ট ও শুদ্ধ বাংলায় কথা বলছে। মনে হলো কত যুগ পর এমন কণ্ঠ ও শুদ্ধ বাংলার মিশ্রণে কারও মুখ থেকে কথা শুনেছি, যদি বলি অপেক্ষা করছিলাম বছরের পর বছর তাও বললে ভুল হবে না। আজকাল কারও মুখ থেকে সুন্দর বাংলায় কথা শোনা যায় না, আর তা ছাড়া সেভাবে কারও সঙ্গে বাংলায় কথাও হয় না।

ওহ্ গড, দেরি হয়ে যাচ্ছে। লোকটা আমার অনেক মনোযোগ দখল করে ফেলাতে কত কিছু ভাবিয়ে ফেলেছে এই কয়েক সেকেন্ডের ফোনকলে।

হলুদ রঙের অফ শোল্ডারের এক গাউন পরে, চুল আপ-স্টাইল করে রুপালি রঙের ছয় ইঞ্চির একজোড়া হিল জুতো পরে ইভেন্টের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লাম।

পরের দিন, যথা সময়ে আশিকের ফোন এলো। এবার ফোন ধরতে আর সময় নিইনি, যেহেতু সময় দেয়া ছিল, সুতরাং আশা করছিলাম।

"হ্যালো।"

"জি আমি আশিক, ধন্যবাদ আমার কলটি নেয়ার জন্য।"

আশিকের এই ম্যানার আমাকে প্রভাবিত করে।

"জি, আমি যে কারণে আপনাকে ফোন দেয়া, সেটা হচ্ছে, যেই পোর্ট্রেটটি আপনাকে তুমুল জনপ্রিয়তায় পৌঁছে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী, তা

নিয়ে আপনার নিজ দেশে তো বেশ সমালোচনা হচ্ছে। পোর্ট্রেটটি আপনার নগ্ন দেহের। আপনি কি জনপ্রিয় হতেই এই নগ্নতার আশ্রয় নিয়েছিলেন? আশ্রয় শব্দটি যদি রুঢ় শোনায় তাহলে আমি দুঃখিত। সাফল্য বা জনপ্রিয়তা বা পরিচিত মুখ হতে নগ্নতাকেই চাবি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন?"

"হা হা হা..."

আমি হো হো করে হেসে উঠি, সেই হাসি থামাতে পারিনি অনেকক্ষণ।

পর্ব : ১

আজও মেঝেতে শুয়ে পর্নো দেখে স্বমেহন করছে রাশেদ। সারথি বিছানার ওপর থেকে রাশেদের যৌনকামনা সুখের বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। চার থেকে ছয় সেকেন্ডের যৌনসুখের জন্য রাশেদ রাতের পর রাত অনলাইনে পর্নো দেখে বেড়ায়। সারথি রাশেদ ভালোবেসেই বিয়ে করেছিল। রাশেদ সারথির পেছনে অনেক দিন বিরামহীন ঘুর ঘুর করার পরই সারথির মন গলাতে পেরেছিল। অনেক চড়াই-উৎরাই পার করতে হয়েছিল তাদের বিয়ের জন্য। তাদের এই বিয়ে সারথির পরিবার কোনোভাবেই রাজি ছিল না। পরবর্তীতে রাশেদ সারথিকে পালিয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। সারথি প্রথমে শক্তভাবে না করলেও প্রেম অনুভূতির কাছে হার মেনে পালিয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়। সারথির পরিবার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত, স্থানীয় গুণ্ডা টাইপ পরিবার বলা যায়। কখন কাকে গুম-খুন করে ফেলে সবাই জানলেও চুপ করে থাকে। তাই সারথি-রাশেদ মিলে ঠিক করেছে বিয়ে করেই ওরা পালিয়ে যাবে মালয়েশিয়াতে। তার সব বন্দোবস্ত রাশেদ করে ফেলে এবং চলে আসে মালয়েশিয়াতে।

কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই সারথিকে আর রাশেদের ভালো লাগে না। সারথির শরীর আর রাশেদকে আলোড়ন জাগায় না।

বাদামিবর্ণের মিষ্টি চেহারার মেয়ে সারথি, উচ্চতা বাঙালি অন্য সাধারণ মেয়েদের মতোই। সারথির পাড়ায় সারথির জন্য প্রেমিকদের অভাব হতো না, লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকত পাড়ার ছেলেরা একনজর দেখার জন্য।

হাজারো প্রেমিকের স্বপ্নের যেই নারী, সেই নারী তার নিজের সঙ্গীর কাছে আকর্ষণীয় নয়, আবেদনময়ী নয়, এটা কেউ বিশ্বাসও করবে না। সারথি পরিবার থেকে পালিয়ে বিয়ে করাতে পরিবার তার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। আর তা ছাড়া ওই দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চল/দেশগুলোতে যারা নিজেরা ভালোবেসে বিয়ে করে তারা লজ্জায়, ভয়ে কারও কাছে গিয়ে মুখ খুলে কিছু বলতেও পারে না। কী যেন এক বিশাল পাপ করে ফেলেছে।

রাশেদের অজস্র অভিযোগ সারথিকে নিয়ে, সারথির দৈহিক কাঠামো নিয়ে। দৈহিক কাঠামো বলতে সারথির প্রতিটি অঙ্গ নিয়ে। রাশেদের অভিযোগ সারথির বক্ষ ছোট, এতে রাশেদের যৌন উত্তেজনা নষ্ট করে, হতাশ করে। সারথি একটু সাজলে তাকে খুব কুৎসিত দেখায়, সারথি কোনোভাবেই আবেদনময়ী নয়।

অথচ, এই রাশেদের জন্মদিনে রাশেদের জীবনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার দেয়ার জন্য এক চিত্রশিল্পীর সামনে সারথি কাপড় খুলেছিল। এক চিত্রশিল্পী এই নারী মডেল খুঁজছিলেন যার নগ্ন দেহের ছবি আঁকবেন এক আন্তর্জাতিক চিত্র পদর্শনীর জন্য। যেই ছবি স্থানীয় এলাকায় কোনো দিন প্রকাশ পাবে না। এই কাজটির জন্য সম্মানি বেশ উঁচু থাকলেও, যৌনকর্মী ছাড়া কাউকে পাচ্ছিলেন না শিল্পী। এ দিকে সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং ধর্মীয় কড়া অনুশাসনের জন্য এই নিয়ে কোনো বিজ্ঞাপন দিতে পারেননি শিল্পী। তাই সেই চিত্রশিল্পী ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুর কাছে জানালো বিষয়টি যদি কেউ আগ্রহী হয়। সারথি রাশেদের মুখে আনন্দ দেখতে, এবং তার জন্মদিন মনের মতো করে পালন করতে এই কাজটি করে।

সারথির কাজটি করতে নিজের মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। শিল্পীর সামনে অনেক ইতস্তত ছিল। কখনো কারও সামনে কাপড় খোলা তো দূরের কথা কখনো বুকের ওপর থেকে ওড়না সরেনি। সবসময় সেফটিপিন দিয়ে ওড়না সিকিউর করে রাখত। এমনকি শাড়ি পরলেও সারথির পেট কখনো দেখা যায়নি। শাড়িতে এতগুলো সেইফটিপিন লাগাত যে দুজন লাগত সারথির শাড়ি থেকে পিন আলাদা করতে। এই সারথি নগ্ন হয়ে বসেছে তার নগ্ন দেহের ছবি আঁকার জন্য। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, ছবি আঁকার সময় সব বাদ দিয়ে সারথি যেই

কেন্দ্রবিন্দুতে নজর রেখেছিল, তা হলো "আমার বক্ষ ছোট, পেট কালো, পিঠ কালো, হায় হায় কী ভাববে শিল্পী আমাকে নিয়ে?" এসব ধরনের চিন্তা থেকে দূর করার জন্য সারথি নিজের মনের চোখ বন্ধ করে। জন্মদিনে রাশেদের হাসিমাখা মুখটুকু কল্পনা করল সারাক্ষণ।

রাশেদকে কল্পনা করতে করতে সেই কল্পনার ভিড়ে আসতে থাকে সেইসব ছবিগুলো, স্মৃতিগুলোও, "আমার জন্য এত এত প্রেমিকের ভিড় ছিল, কিন্তু রাশেদ আমার প্রতি আমার দেহের প্রতি মোটেও কোনো আকর্ষণবোধ করে না, আমার দৈহিক গঠনে কিছু কমতির জন্য? আমার বক্ষ ছোট, গায়ের রং ময়লা" এই ভেবেই সারথির চোখ ফেঁপে ওঠে জলরাশিতে, টপ করে গড়িয়ে পড়তে থাকে সারথির বাদামি বর্ণের মসৃণ কোমল কপাল বেয়ে।

সারথি ঠিক জানে না ঠিক কবে কখন থেকে তার আত্মবিশ্বাস নিম্নগতির দিকে, কবে তার আত্মমর্যাদা ধীরে ধীরে শূন্য ঘরে নেমে আসে। সারথি আর নিজেকে কোনোভাবেই সুন্দরী মনে করে না।

প্রথমদিকে রাশেদ বাথরুমে গোপনে বীর্যপাত করত, সারথি প্রথমদিকে বুঝতে না পারলেও,রাশেদের সারথির প্রতি অনিহা ক্রমে তীব্র হয়ে ওঠে, সারথি ধীরে ধীরে সব বুঝতে পারে। আর রাশেদও সারথির অসহায়ত্ব বুঝতে পেরে, দিন দিন সারথির প্রতি বেপরোয়া হয়ে পড়ে। ড্যাম-কেয়ার টাইপ আরকি। সারথির রাশেদকে ফেলে কোথাও যাওয়ার জায়গা, পরিস্থিতি, সাহস কোনোটাই নাই। আর এটির সুযোগ নিয়ে রাশেদ সারথিকে পরোয়া করা ছেড়ে দিয়েছে, আর সারাক্ষণ কুৎসিত শব্দের বোমায় মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত করে রাখে সারথিকে। যেই মানসিক যন্ত্রণার ক্ষত মানুষ সারা জীবন বয়ে বেড়ায়, কিন্তু সেই ক্ষতের গভীরতা কেউ দেখতে পায় না। আর এখন তো সারথিকে পাশে রেখেই পর্নো, অ্যাডাল্ট ম্যাগাজিন দেখে দেখে হস্তমৈথুন করে যৌনকামনা পূর্ণ করে। সারথিও নিজের কমতি আছে এটি বিশ্বাস করে এগুলোকে জীবনের স্বাভাবিক চিত্র বলে মেনে নিয়েছে। তাই আজকাল রাশেদের বীর্যপাতের ক্ষণে শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজে সারথিকে আর বিচলিত করে না, যা প্রথমদিকে অসহনীয় যন্ত্রণা দিত, নিদ্রাহীন রাত কাটাত, বালিশ ভিজে থাকত চোখের জলে।

সেক্স নিয়ে সারথির তেমন জ্ঞান বা তথ্য জানা নেই, টেকনোলজির প্রতি আগ্রহ বরাবরই সারথির কম ছিল, তাই ইন্টারনেট থেকে জানার ইচ্ছাশক্তিও ছিল না সারথির। সব কিছুতেই উদ্দীপনা কম আজকাল সারথির। সারথি নোটিশ করতে পারে না, আইডেন্টিফাই করতে পারে না।

সারথি মেনেই নিয়েছে যে, তার দৈহিক কাঠামো আবেদনময়ী নয় বলেই রাশেদ সুখী নয়। কিন্তু সারথিকে কি রাশেদ কখনো সুখী করতে পেরেছে কিনা কিংবা কোনো পরিপূর্ণ যৌন সুখ দিয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করতে সারথি উত্তর দিল "ড্যানিয়েল সর্বপ্রথম আমাকে পরিচিত করায় হোয়াট ইজ সেক্স, এর আগ পর্যন্ত জানতাম না যৌনসুখ কী? নারীদেরও অর্গাজম হতে পারে!"

সারথি অবহেলায়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে নিজেকে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর বিশ্বাস করতে থাকে। সারথি প্রথমদিকে বিশ্বাস করত যে, রাশেদের হঠাৎ জীবন পরিবর্তনের কারণে রাশেদের আচরণের বদল হয়েছে। রাশেদ এমনটি ছিল না, কতই না ভালোবাসত তাকে, কতই না পাগল ছিল। রাশেদের এই পরিবর্তনের জন্য নিজেদের পালিয়ে যাওয়াকে দোষারোপ করে সারথি। যার কারণে শত অবহেলায়ও রাশেদকে ছেড়ে চলে যাবার কথা কখনো মাথায়ও আনেনি সারথি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সারথি শুনে ফেলে অসম্ভব অপ্রিয় কিছু সত্য ঘটনা, যার ধারণা সারথির কোনো দিন ছিল না। রাশেদ তার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বলতে থাকে, সারথিকে পাওয়া, বিয়ে করা এসব ছিল রাশেদের বন্ধুদের সঙ্গে জুয়ার বাজি। সারথি রাশেদকে পাত্তা দিত না, সব ছেলেরা যেই মেয়েকে একনজর দেখার জন্য উদগ্রীব ছিল, সেই মেয়েকে পেতে হবে যে কোনো মূল্যে। রাশেদকে পাত্তা না দেয়ার প্রতিশোধ তার নিতেই হবে।

রাশেদ সেই প্রতিশোধ নিতে মোটেও দেরি করেনি। এলাকায় সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের দেহভর্তি খুঁত, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি রাশেদ। গায়ের রং থেকে শুরু করে শরীরের অঙ্গের অসম বণ্টন। এমনকি সারথি সাজলেও সারথিকে বিশ্রী লাগত, দিনের পর দিন এসব বলে সারথিকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিল যে সারথি আসলে দেখতে ভালো নয়। সারথি দিন দিন নিজের প্রতি ভালোবাসা, বিশ্বাস হারাতে

লাগল। রাশেদের নেগেটিভ কথার পাল্লা ভারী হতে লাগল আর সারথির নিজের ওপর আস্থার পাল্লা শূন্য হতে লাগল।

পর্ব : ২

সারথি এবং ড্যানিয়েলের প্রথম দেখার মুহূর্তগুলো অদ্ভুত সুন্দর। এক অভিজাত কনভেনশন সেন্টারে তাদের দুজনের কয়েক মুহূর্তের বজ্রপাতের ঝলকের মতো দেখা। সারথি সেখানে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। আর ড্যানিয়েল হলওয়েতে বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট রকমের অনুভূতি, যেটাকে আজকালের ছেলেমেয়েরা নাম দিয়েছে ক্রাশ। কয়েক মুহূর্তের পরই দুজন দুজনকে হারিয়ে ফেলে। আর কখনো দেখা হবে কিনা তারা জানে না। ভিড়ের মধ্যে দুজন মিলিয়ে হারিয়ে গেলেও মনে মনে দুজনই ভাবতে থাকে একই কথা, "আচ্ছা আর কখনো কি দেখা হবে না তার সঙ্গে?"

কনভেনশন সেন্টার বাড়িতে ফেরার পথে সারথির মোবাইলে ফোন এলো। সারথির এক রেস্টুরেন্টে চাকরিটা হয়েছে, পরের দিন থেকেই জয়েন, কনফার্ম করল।

দিন : ২

সেদিন ছিল আমার কাজে প্রথমদিন, নির্ধারিত সময়ে কর্মস্থলে আমি ঢুকেই রেস্টুরেন্টের কাউন্টারে আমি আমার উপস্থিতি জানাই। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকা এক স্টাফ গেল অফিসরুমের উদ্দেশ্য মালিককে জানাতে।

পেছন থেকে সারথির নামের ডাক শুনতেই ফিরে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য দুজনেই। আমার সামনে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে সে হলো গতকাল রাতে কয়েক ঝলকে দেখা সেই পুরুষটি, যাকে দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য বায়ু চলাচল থেমে গিয়েছিল, থমকে দাঁড়িয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত বস্তু- অবস্তু, বাস্তব-অবাস্তব। লোকটির নাম ড্যানিয়েল।

দুজন দুজনকে দেখে বিস্মিত, আমি ভাবছিলাম, "এতটা নাটক আসলেই মানুষের জীবনে হতে পারে?"

আমার বুক তখন থর থর করে কাঁপছে। আমি ভাবছি, "আচ্ছা, আমার হৃদয়ের কম্পন কি সামনের মানুষটি শুনতে পাচ্ছে? আমি যে নার্ভাস সেটি কি সে বুঝতে পারছে?" নানান প্রশ্নের উঁকিঝুকি দিচ্ছে আমার মনের ছোট্ট কোঠায়। কেমন যেন বারবার হারিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। বারবারই কোথা থেকে যেন নিজেকে টেনে নিয়ে আনছিলাম আমি। নিজেকে মনে মনে চড় মেরে জিজ্ঞেস করছি, "নিজেকে আয়নায় দেখেছিস? তোর দিকে রাশেদই তাকায় না, তোর কোন দিকটা আকর্ষণীয়? না আছে আকর্ষণ করার মতো দৈহিক কাঠামো, না আছে ঠোঁট, না আছে চোখ। তুই একটু কাজলও মাখতে পারিস না। মনে নেই কাজল মাখলে রাশেদ তোকে কী বলে? তোকে কালি মা ডাকে। ঠোঁটের রং কালো বলে তোকে সারাক্ষণ লিপস্টিক দিয়ে রাখতে হয়। তুই আবার তাকাস এত সুন্দর পুরুষের দিকে?" নিজেকে মনে মনে আরেকটা চড় দিয়ে আমি নিজেকে নিজের জায়গায় নিয়ে এসেছি। যদিও আমি বারবার হারিয়ে যাচ্ছিলাম সুদর্শন ড্যানিয়েলে, কিন্তু আমার মনোনিবেশ করতে হবে কাজে, বুঝে নিতে হবে আমার দায়িত্ব।

কথাগুলো সারথি তার স্পেস অনুযায়ী বলে যাচ্ছিল, আমি তার কথার মাঝে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি। শুধু ভাবছিলাম, একজন মানুষ কেন নিজেকে এত অর্থহীন, তুচ্ছ ভাবে, বিশ্বাস করে নেয়।

দিন : ৩

"রাশেদ বাসায় বসে থেকে থেকে হতাশাগ্রস্ত ও বিষণ্ন। আগে মাঝে মাঝে গাঁজা খেত, আমি কাজ শুরু করার পর থেকে ঘর ফাঁকা পাওয়াতে আরও সুযোগ পেয়ে গেল বন্ধুবান্ধব নিয়ে গাঁজা খাওয়ার উৎসব।

আমি রোজ কাজে যাওয়ার আগে সকালে উঠেই প্রথমে রাশেদের জন্য রান্না করে যাই, যেন কোনো অভিযোগ না থাকে।"

সারথি তার কথা চালিয়ে যায়, আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি, কিন্তু তার মাঝেই মনে মনে ভাবছি, অথচ প্রতিটা সকাল প্রতিটি মানুষের শুরু হওয়া উচিত নিজেকে কিছুক্ষণ সময় দিয়ে শুরু করা, নিজেকে উজ্জীবিত

করা প্রাণোচ্ছল করা, এটি তার জন্মগত অধিকার। সকালের প্রথম কাজটি কারও জন্য রান্নাঘরে সময় কাটিয়ে দেয়া অবশ্যই নয়, এতে মস্তিষ্ককে নির্যাতন করা হয় বলে আমি মনে করি। এমন ভাবতে ভাবতে আমি সারথির কথার দিকে আবার মনোযোগ দিই।

"কিন্তু একদিন বাসায় ফেরার পরপরই রাশেদ শুরু করল চিৎকার চেঁচামেচি, তার বন্ধুদের সামনেই। কী রান্না করে গেছি, মুখে দেয়া যায় না, এত বাজে রান্না কেউ করে? রাশেদ শুরু করে দিল অন্য বউদের রান্না ও অন্য গুণের সঙ্গে আমার তুলনা। একটা কথা আছে না, কাউকে ভালো না লাগলে তার চলনও বাঁকা, আমার বেলায়ও তাই ঘটছিল।"

সারথির গলা কেঁপে যাচ্ছে, তাও ধীরে ধীরে সারথি বলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে বহুকাল ধরে সে বোবা ছিল।

"জানেন, সবার সামনে অপমানিত হওয়ার পরও নিজেকে নিজে মনে মনে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম যে, আমি পৃথিবীতে একমাত্র নারী নই যে এমন অপমানিত হচ্ছি, আমি ভাগ্যকে মেনে নিয়েছি।"

ভাগ্যের কথা শুনলেই আমার গা জ্বালা করে, ভাগ্যের কথা আমি শুনতে পারি না, কিন্তু আমার রোজই শুনতে হয়। আমাদের পরিস্থিতি, স্থান, আর্থিক অবস্থা, ক্ষেত্র সবকিছুই নির্ভর করে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে রোজ কী কর্ম-কার্যকলাপ, পরিকল্পনা বেছে নেয়, কী কার্যকর করে।

আসলে মানুষের কারও ওপর না কারও ওপর দোষ চাপালে একটু স্বস্তিবোধ করে, শান্তি পায়, তো যখন কাউকে পায় না তখন বেচারা অদৃশ্য ভাগ্যের ওপর দোষ চাপায় মানুষ। বেচারা ভাগ্য আর বলতে পারে না, আমাকে ছেড়ে দাও প্লিজ, মাফ করো। ছাইড়া দে মা কাইন্দা বাঁচি—এ কথাটা প্রায় বাঙালিদের মুখে শুনেছি। ভাগ্যও হয়তো কথা বলতে পারলে বাঙালিদের চাপে তাই বলত।

মনের ভেতরে থাকা ভ্রু-দুটোকে নামিয়ে আবারও সারথির কথায় ফেরত এলাম।

"ভালোবেসে পালিয়ে বিয়ে করেছি পরিবারের কথা পরোয়া না করেই। সব দোষ আমার ছিল।"

আমি দেখছি যত রকমের দোষ আছে সারথি নিজেকে নিজেই দোষীসাব্যস্ত করে ফেলছে। বাইরের জগতের একদল মানুষরূপী পিশাচ

তো এই সুযোগের সন্ধানে থাকে, যাতে ধরে পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে মানুষের মনকে মেরে ফেলতে, আত্মসম্মান চিরতরে কবর দিয়ে দিতে। এমন পরিস্থিতি ব্যবহার, আচরণ সারথি যে ডিজার্ভ করে না, তার মূল্যায়ন করার মনোভাব ও মনোবলের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দিন : ৪

সারথি আজ দশ মিনিট দেরি করে এসছে আমার কাছে। প্রথমদিনও দেরি করে এসছিল, কিন্তু কখনো ফোন করে আপডেট করে না কিংবা এসে স্যরিও বলে না। আমরা সবসময় যা করে অভ্যস্ত বা শুনে অভ্যস্ত তার ব্যতিক্রম হলেই একটু পাজেল লাগে। হয়তো সারথি এই ছোটখাটো বিষয়গুলো কখনো গড়ে ওঠায়নি, কিন্তু সময় এসছে।

রুমে ঢোকার পরপরই আসলে কথা শুরু হয় না, কিছুক্ষণ ব্রিদিং সময় নিই চোখ বন্ধ করে। তারপর সারথি বলা শুরু করে তার নিজ সময়ে যখন তৈরি হয় মানসিকভাবে।

"আমার কাজ করতে যেতে বেশ ভালো লাগে। যেন বাসার দোজখখানা থেকে এক খণ্ডকালীন মুক্তি। মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে মনে হয়, আমার একটি ফুসফুস আছে। কাজের মধ্যে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলে, সার্ভ করার মধ্যে নিজেকে, নিজের যন্ত্রণাগুলোকে, নিজের কমতিগুলোকে ভুলে যেতে পারি। আমি যেন কীসের থেকে পালিয়ে বেড়াতে চাই, বুঝে উঠতে পারি না, তাই কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও এদিক সেদিক ছুটে বেড়াই।"

"তার মানে তুমি কোনো কিছুর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপাদান হিসেবে কাজ করছ, কিন্তু নিজের কাজকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে উপভোগ করছিলে না?"

এই প্রশ্ন করাতে আমার দিকে এক অজানা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সারথি। কথাগুলোর সঙ্গে যেন একদমই অপরিচিত সারথি।

"কেমন অনুভব করতে তখন?" সারথি বোবা দৃষ্টিতে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারছি সারথি ঠিক তখনকার সময়ের অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত নয়, অর্থাৎ অনেক কিছুর উত্তরই সারথির জানা

নেই, নতুবা ভাষা দিতে পারছে না। স্মৃতিতে ট্রাভেল করে অনেক কথা প্রকাশ করার শব্দ অনেক সময় অনেকের থাকে না।

"আচ্ছা কিছু বলতে হবে না, সমস্যা নেই। তারপর?"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে সারথি আবার শুরু করল—

"কর্মস্থলে আমার এই ছুটে বেড়ানোকে ধরতে পারে না। সবাই ধরেই নেয় কর্মঠ মেয়ে, কাজকে ভালোবাসে। ম্যানেজার, মালিক ড্যানিয়েল খুব ইম্প্রেসড আমার কাজের পারফর্মেন্সের ওপর।

তবে যেদিন ড্যানিয়েল ফ্লোরে থাকে সেইদিন আমার ভেতর এক ধরনের প্রফুল্লতা কাজ করে, তার উপস্থিতি আমাকে আনন্দ দেয়, অন্য রকম ভালো লাগার অনুভূতি দেয়।"

"ড্যানিয়েলের বয়স কেমন হবে?"

"মাঝ বয়সি, ৩৬/৩৮ হবে। কখনো জিজ্ঞেস করিনি। খুব চার্মিং ব্যক্তিত্বের মানুষ। গল্প করতে বেশ পছন্দ করে। সে তার স্টাফদের সঙ্গে বেশ বন্ধুসুলভ আচরণ করে। আমার সঙ্গেও। দেখা হলেই, প্রথমে সে বলবে 'তোমাকে দেখতে সুন্দর লাগছে।' এটা শুনলেই আমার ভেতর এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া হতো, এটা কি ড্যানিয়েলের উপহাস ছিল নাকি প্রশংসা? নিজের সঙ্গে কথা বলতাম। নাহ্, এটা প্রশংসা হতে পারে না। প্রশ্ন করতাম, আজ কি আমায় দেখতে বেশি খারাপ লাগছে? আচ্ছা আমি তো অন্য দিনের মতোই তৈরি হয়েছি, বাড়তি কিছু করিনি, তাহলে?"

"তার মানে তুমি কোনো প্রশংসা মেনে নিতে পারতে না, কারণ মস্তিষ্ক গ্রহণ করত না। তোমার মস্তিষ্কে এর বীজ বপন করা হয়েছে অনেক সময় নিয়ে। আচ্ছা এরপর বলো শুনি, দুঃখিত তোমার কথার ফ্লো-এর মাঝে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য।"

সারথি সমস্যা নেই বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, নিজের নখের দিকে তাকিয়ে আবার বলা শুরু করল।

"আমি তাড়াহুড়া করে বাথরুমে নিজেকে দেখতে যেতাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সবকিছু খুঁটিনাটি খুঁটে খুঁটে দেখার চেষ্টা করি। আমার ভুঁড়িটা বড় দেখাচ্ছে, আমার বক্ষ ছোট বলে ভুঁড়িটা ভেসে ওঠে। আমার গলা, ঘাড়টা কালো। রাশেদ কখনো আমার ঘাড়ে চুমু খেতে আসত না, অথচ আমি কত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম রাশেদের

এক ফোঁটা স্পর্শের। আমার ঠোঁটটাও কালো, সারাক্ষণ লিপস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। ভেতরটাতে দলা পাকিয়ে আসে আমার, নিজের শরীরকে অসহ্য লাগে, খালি বলতাম যদি শরীরখানা বদল করা যেত, এক দেহের থেকে বেরিয়ে অন্য কোনো পছন্দ করা দেহে প্রবেশ করা যেত, গায়ে জড়ানো যেত।"

"সারথি আবারও দুঃখিত তোমাকে থামানোর জন্য, তবে একটা কথা তোমার জানা দরকার, মানবদেহে ঠোঁটের চামড়ার বর্ণ, স্তনের বোঁটার বর্ণ এবং যৌনাঙ্গের চামড়ার বর্ণ সাধারণত এক রকম হয়। এটাই স্বাভাবিক এবং এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জেনেটিক। এতে যারা নিজেকে দায়ী করে তারা নিজের প্রতি অন্যায় করে, এই প্রকৃতির সৃষ্টির প্রতি অন্যায়। আমাদের শরীরের অঙ্গগুলো ঠিকমতো সবগুলো কাজ করলে আমাদের নিজেদের ভাগ্যবান মনে করা উচিত। একবার মনে করে দেখো তো, তোমার চোখ নেই, কিংবা কানে শোনো না কিংবা তোমার একটি আঙুল নেই, একটা হাত নেই বা পা নেই, ভেবে দেখো। আর আমরা পরে থাকি চামড়ার রঙের কী রং, তা নিয়ে? আমাদের যা আছে তার জন্য প্রকৃতির কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

যাই হোক সারথি, আজ আমাদের সময় শেষ, এখানে শেষ করতে হচ্ছে।"

দিন : ৫

আজও সারথির দেরি। আজ আমার কিছু বলা উচিত তাকে এবং বলব।

১৮ মিনিট দেরিতে ঢুকল সারথি, তার কথা বলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে সময় লাগে আরও কুড়ি মিনিট। আমার মুখের ওপর বিরক্তির ছাপ কিছুটা পড়েছে বইকি। সারথি হয়তো কিছুটা বুঝতে পেরেছে। জাস্ট শুরু করতে যাচ্ছিল, "গাড়িটা..." আমি সারথিকে বলার সুযোগ না দিয়েই বলা শুরু করলাম, "অজুহাত তৈরি করা ভালো স্বভাব নয়। একটা জিনিস স্পষ্ট আমাদের জীবনে মনে রাখা উচিত, অন্য কারও সমস্যা আমার সমস্যা নয়, আমাদের জীবনে যার যার সমস্যা আছে, যার সমাধান যার যারই করতে হয় এবং তার জন্য সময়ও সীমিত, প্রতিটা